গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারী: এইসএসসি পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে আত্মস্থ করা, বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন প্রণেতা এবং প্রশ্ন পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শিক্ষা বোর্ডসমূহের জন্য একটি অত্যাবশকীয় কার্যক্রম।

২০০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালের পর প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকগণের অবসরে চলে যাওয়া ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারীর সংকট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মূল্যায়ন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। তাই বিভিন্ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এইচএসসি ও আলিম পর্যায়ের প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধকগণের জন্য ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে কর্মশালার মাধ্যমে এইচএসসি ও আলিম পর্যায়ের ২৩টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বিষয়ে ৮ জন বিষয় শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছেন। ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণে কলেজ ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্বাহ করছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এইচএসসি পর্যায়ে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আমি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির)
সভাপতি
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবি	
১	প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)	সদস্য
৩	জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ইমদাদ জাহিদ	উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৫	প্রফেসর জেসমিন তাসলিমা বানু	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)	সদস্য সচিব

ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি
১	প্রফেসর মোঃ খালিদ হোসেন	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ফোকাল পয়েন্ট)
২	প্রফেসর মোঃ আলী হাসান	অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ
৩	প্রফেসর সালমা আক্তার	অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান
৪	প্রফেসর লিপিকা রানী সাহা	অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
৫	প্রফেসর মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
৬	প্রফেসর রনজিত কুমার সরকার	অধ্যাপক, রসায়ন
৭	জনাব মুহাম্মদ আসলাম খালেদ	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা
৮	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ সূচি			
দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০:৩০	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
দ্বিতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
তৃতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
চতুর্থ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন
পঞ্চম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
ষষ্ঠ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন

প্রতিদিন

- **সকালের চা** **১০: ৩০ - ১১: ০০**
- **দুপুরের খাবার ও বিরতি** **০১: ০০ - ০২: ০০**
- **বিকালের চা** **০৪: ৪৫ - ০৫: ০০**

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী			i
ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি			iii
ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ			iii
প্রশিক্ষণ সূচি			v
সূচিপত্র			vi
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা			vii
	প্রশিক্ষণের বিষয়		**পৃষ্ঠা**
১.	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম		১
২.	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ		৫
৩.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা		৯
৪.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন		১২
৫.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন		১৪
৬.	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য		১৬
৭.	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন		১৮
৮.	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন		২১
৯.	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন		২২
পরিশিষ্ট			
১০.	পরিশিষ্ট: ক	শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৭
১১.	পরিশিষ্ট: খ-১	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	২৯
১২.	পরিশিষ্ট: খ-২	মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল	৩০
১৩.	পরিশিষ্ট: গ	শিখনফল ম্যাপ	৪০
১৪.	পরিশিষ্ট: ঘ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়	৪৩
১৫.	পরিশিষ্ট: ঙ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ	৪৭
১৬.	পরিশিষ্ট: চ	উদ্দীপক তৈরিতে নেতিবাচক বিষয় পরিহার সংক্রান্ত পরিপত্র	৪৮
১৭.	পরিশিষ্ট: ছ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪৯
১৮.	পরিশিষ্ট: জ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ	৫১
১৯.	পরিশিষ্ট: ঝ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক	৫৫
২০.	পরিশিষ্ট: ঞ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক	৫৭
২১.	পরিশিষ্ট: ট	সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ	৫৮
২২.	পরিশিষ্ট: ঠ	সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৬০
২৩.	পরিশিষ্ট: ড	পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন	৬৯

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Aptitude Test	**প্রবণতা বা ঝোঁক নিরূপন অভীক্ষা:** কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ঝোঁক বা প্রবণতা নিরূপন। যেমন, গণিত শেখানোর প্রতি প্রবণতা নিরূপন।
Application	**প্রয়োগ:** পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সক্ষমতা।
Analysis	বিশ্লেষণ: কোন ধারণা বা বস্তু বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত এবং উপাদানসূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
Assessment	**কৃতিত্ব যাচাই:** পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমান নির্ধারণ।
Assessment Instrument	**মূল্যায়ন উপকরণ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।
Backwash Effect	**কোন কাজের ফলাফলের প্রভাব:** যেমন শিখন-শেখানোর উপর পরিচালিত অভীক্ষার ফলাফলের প্রভাব।
Class Test	শ্রেণি অভিক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন-শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Comprehension	**অনুধাবন:** কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুবাদ ইত্যাদি।
Constructivism	**গঠনবাদ:** শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন বিষয়ক তত্ত্ব। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।
Correlation	**সহ-সম্পর্ক:** দুটি চলক এর মধ্যে সম্পর্ক। একটির পরিবর্তন হলে যদি অপরটিরও পরিবর্তন হয় তা হলে বলা হয় চলক দুটির মধ্যে সহ-সম্পর্ক আছে। পরিবর্তন একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে। যেমন-এসএসসি পরীক্ষায় (লিখিত পরীক্ষা) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একই দিকে সহ-সম্পর্ক থাকা প্রাসঙ্গিক।
Criterion Referenced Interpretation	পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ।
Curriculum	**শিক্ষাক্রম:** শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Evaluation	**মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Examination	**পরীক্ষা:** শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Feedback	**ফলাবর্তন:** কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন- ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরিবীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative Assessment	**গঠনকালীন মূল্যায়ন:** শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Higher Order Thinking Skills	**উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা:** বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীল দক্ষতা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।
Intellectual Skill	**বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা:** শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সর্ম্পকিত দক্ষতা। এতে অর্ন্তভূক্ত হয় তথ্য স্মরণ করার সামর্থ্য। কোনো বিষয় বুঝেছে কি না তা প্রকাশ করার দক্ষতা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা। কোনো বিষয়বস্তু/যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উপাদানে/অংশে বিভক্ত করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উপাদান/অংশসমূহ একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার/সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। সৃষ্টি/সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার এবং মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের পারদর্শিতা।

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Item Facility Index	**প্রশ্নপত্রের পদের** (Item) **কাঠিন্য-মাত্রা:** এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Item Discrimination Index	**প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ মাত্রা:** প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের প্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনা। উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য করেছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জনা যায়।
Ipsative Referenced Interpretation	শিক্ষার্থীদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
Knowledge	**জ্ঞান:** তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	**শিখনফল:** পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Leniency in Marking	**নম্বর প্রদানে উদারতা:** শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৃতিত্বের চেয়ে বেশি নম্বর প্রদান এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা। এর ফলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
Marking Scheme/Rubrics	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা:** শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	**পরিমাপ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	পরিশোধনঃ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Norm Referenced Interpretation	পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা। যেমন- এইচএসসি/আলিম/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান।
Randomization of Script	**উত্তরপত্র নমুনায়ন:** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র নির্বাচন।
Raw Score	অশোধিত নম্বর (Raw Score) শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর।
Reliability	**নির্ভরযোগ্যতা:** একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি
Specification Grid	নির্দেশক ছকঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়েনের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বন্টন বা বিন্যাস।
Standardization	**আদর্শায়ন/প্রমিতকরণ:** পরীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর Raw Score পরিসংখ্যানের সূত্র প্রয়োগ করে আদর্শ নম্বরে রূপান্তকরণ।
Statistical Moderation	**পরিসংখ্যানিক পরিশোধন:** পরিসংখ্যানিক বিশে-ষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এক রকম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা।
Summative Assessment	**সামষ্টিক মূল্যায়ন:** কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা,দাখিল পরীক্ষা)।
Synthesis	**সংশ্লেষণ:** কোন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূলভাব বা সারকথা নির্ধারণ।
Syllabus	**পাঠ্যসূচি:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বরের তালিকা।
Validity	**যথার্থতা:** যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে, নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-১
(০৯:০০ - ১০:৩০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় **(পরিশিষ্ট 'ক')**। এই উদ্দেশ্যসমূহ কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য **(পরিশিষ্ট 'খ-১')**। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল **(পরিশিষ্ট 'খ-২')**। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain- বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor

Domain- মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

মস্তিষ্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান (Knowledge), এর পর অনুধাবন (Understanding), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)।

হৃদয় সচল (Affective Domain) এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন- অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

Receiving: সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।

Responding : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

Valuing: কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

Organizing: বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন- স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।

Internalizing: এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠা।

Psychomotor Domain**:** এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

Psychomotor Domain - এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

Imitation: অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation: নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision: কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation: একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিডিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization: কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

শিখনফল এবং শিখনফল ম্যাপ

- একটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থী কী শিখন অর্জন করবে তার প্রত্যাশাই শিখনফল। অর্থাৎ একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারবে/দক্ষতা অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন বিষয়ের অধ্যায়গুলোর মধ্যে যে শিখনফল দেয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। সাধারণ শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। শিখনফলগুলো যতো সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়ন ততো যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম (এখানে শুধু চিন্তন ক্ষেত্রে বিবেচ্য) তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্যই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রমে একটি বিষয়ের যতগুলো শিখনফল অন্তর্ভুক্ত থাকে তার সবগুলোই একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করাও একজন প্রশ্নপ্রণেতার গুরুদায়িত্ব।

- শিখনফল ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি ছক যেখানে একটি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিখনফলটি যাচাইয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকে। এই ছকের সর্ববামের কলামে (Column) শিখনফলের নম্বর (শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) এবং সর্বোচ্চ সারিতে (Row) অধ্যায় উল্লেখ থাকে। প্রতিটি সেলে একটি বহুনির্বাচনি অথবা সৃজনশীল প্রশ্নের কোন একটি অংশের ক্রমিক নম্বর (প্রশ্নপত্র অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) কোন অধ্যায়ের কোন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য করা হয়েছে তা একনজরে দৃশ্যমান হয়। এর মাধ্যমে একই শিখনফল ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি যেমন রোধ করা যায় তেমনি শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নসেট তৈরি করা সম্ভব হয়। **[পরিশিষ্ট 'গ': শিখনফল ম্যাপ]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাজ-১: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যাকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণের উত্তরের সূত্র ধরে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সমবেত আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলে আলোচনা করে **পরিশিষ্ট 'ঘ'** – প্রথম/দ্বিতীয় পত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং **পরিশিষ্ট 'ট'** থেকে প্রথম/দ্বিতীয় পত্রের সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিখনফল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর নম্বর শিখনফল ম্যাপের (**পরিশিষ্ট 'গ'**) সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময় বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল ওভারল্যাপিং ও কনটেন্ট কভারেজ বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-২
(১১:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া।" জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি/সমমান, দাখিল, এইচএসসি/সমমান, আলিম) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। **[পরিশিষ্ট:'ড' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপনসমূহ]**

১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্লুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand): লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate): ক্রাইটেরিয়া, মানদন্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create): নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

জ্ঞান দক্ষতা স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন দক্ষতা স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাবনিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলি বিক্ষেপক (Distractors)। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

কয়েকজন বেকার যুবক 'আমরা বন্ধু' নামে একত্রিত হয়ে গ্রামের কয়েকটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হলো।			উদ্দীপক	সামন্ত সমাজে উচ্চ শ্রেণি কোনটি?			উদ্দীপক/ নির্দেশনা
বেকার যুবকদের কার্যক্রম সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?			নির্দেশনা				
বিকল্প উল্টর	ক.	সমাজ	বিক্ষেপক	বিকল্প উত্তর	ক.	ভূ-স্বামী	সঠিক উত্তর
	খ.	সংঘ	সঠিক উত্তর		খ.	উচ্চবিত্ত	বিক্ষেপক
	গ.	প্রতিষ্ঠান	বিক্ষেপক		গ.	মনিব	বিক্ষেপক
	ঘ.	সম্প্রদায়	বিক্ষেপক		ঘ.	বুর্জোয়া	বিক্ষেপক

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পেপার পেন্সিল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন **(পরিশিষ্ট 'ঙ': বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)** মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও-টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর/প্রয়োগ দক্ষতা স্তর/অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও চিন্তন দক্ষতার স্তর নির্ণয়।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এককভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলোর **(পরিশিষ্ট:'ঘ')** দক্ষতা স্তর ও ধরন নির্ণয় করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলের পোস্টার টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- যে কোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় অন্য দলের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা যুক্ত করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন ও উপস্থাপন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারবেন; ● বিভিন্ন প্রকারের এবং দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি হয়। মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ তৈরির সময় নিচের বিষয়সমুহ বিবেচনায় নিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক-

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

<u>একটি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (Sequence) না থাকে।</u>

উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে।
- আপনি প্রয়োগ দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে প্রয়োগ করবেন তা বিবেচনায় নিবেন এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে শিক্ষার্থী যৌক্তিকভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তা বিবেচনা করে উদ্দীপকটি তৈরি করবেন।
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক শিখনফলের ভিত্তিতে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পূনরাবৃত্তি ঘটে।
- উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট শিখনফলেও তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অথবা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য একাধিক শিখনফলকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না। **[পরিশিষ্ট 'চ': পরিপত্র]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নীতিমালার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ও উদ্দীপক তৈরির কৌশল সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (**পরিশিষ্ট 'ছ'**) ত্রুটি চিহ্নিত করতে বলবেন;
- দলে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতি দলের ৫/৬টি প্রশ্ন সম্পর্কিত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে নিজে প্রশ্নের ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন;
- ত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করবেন (এক্ষেত্রে **পরিশিষ্ট 'জ'** এর সহায়তা নিবেন);
- উপস্থাপিত কাজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্য দলের দলগত কাজটি সংশোধন করতে বলবেন।

কাজ-২: নীতিমালার আলোকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে উপস্থাপিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে জ্ঞান স্তরের ৩টি, অনুধাবন স্তরের ২টি, প্রয়োগ স্তরের ১টি, অভিন্ন উদ্দীপক থেকে ২টি (প্রয়োগ ১টি ও উচ্চতর দক্ষতা ১টি) মোট ৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন; ● নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতাগণকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তা একটি নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজে বোঝা যাবে।

নির্দেশক ছক (Specification Grid)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যে বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশক ছক তা ব্যাখ্যা করে।

২. নির্দেশক ছকের কলামে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো উল্লেখ থাকে।

৩. দক্ষতার চারটি স্তর ক্রমানুযায়ী সারিতে (Row) সাজানো হয়।

৪. বিষয়বস্তু এবং দক্ষতার স্তর অনুযায়ী প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যাটি ছকের যথাযথ ঘর (Box)-এ বসানো হয়।

৫. শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হয়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বণ্টন করা উচিত।

৬. উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের সক্ষমতার মধ্যে তত বেশি পার্থক্য প্রত্যাশা করা যায়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

জ্ঞান স্তর	-	২৫-৩৫%
অনুধাবন স্তর	-	২৫-৩৫%
প্রয়োগ স্তর	-	১৫-২৫%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর	-	১৫-২৫%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৬০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৪০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য

১. বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার স্তর বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা টেবুলার ফরমেটে ব্যাখ্যা করা।

২. একটি প্রত্যাশিত মানের সঙ্গে এ নির্দেশক ছকের তুলনা করা এবং নির্দেশক ছকের কোথায় সংশোধন দরকার সে বিষয়ে সুপারিশ করা।

৩. নির্দেশক ছকের প্রতিটি ঘর (Box)-এর মধ্যে যে প্রশ্নসংখ্যা রয়েছে তা শিক্ষাক্রমকে যথাযথ প্রতিফলন করে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশক ছকের গুরুত্ব

১. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সমগ্র বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিক হারে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা নির্দেশক ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই এবং দ্রুত বোঝা যায়।

২. পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণের (Post exam. analysis) মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নির্দেশক ছক প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বাড়ির কাজে প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সংশোধন ও উপস্থাপন (৩০+৫০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- যে কোনো দু'টি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিমার্জন ও পূন:উপস্থাপন (৫০+১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠনকৃত দলে বসে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নগুলো পুনরায় পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে (পূর্বে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন (১১৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- অধিবেশনের তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর এবং সমবেত আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের (**পরিশিষ্ট-ঝ**) ধারণা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক দলকে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুপাত অনুসারে **১৫টি প্রশ্নের ১টি সেট** চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- সেট চূড়ান্ত করার প্রয়োজনে প্রতিটি দলকে নতুন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- তৈরিকৃত সেটের সঠিক উত্তরের (**Answer Key**) ছক **(পরিশিষ্ট-ঞ)** পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্ন সেটের আলোকে নির্দেশক ছক পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র, সঠিক উত্তরের (**Answer Key**) ছক ও পূরণকৃত নির্দেশক ছক সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

তৃতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● এক সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

প্রশ্ন পরিশোধন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্ন যথাযথভাবে লিখিত কি না, পরীক্ষার জন্য উপযোগী কি না এবং একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে প্রশ্ন যাচাই বাছাই করা হয় যাতে সুসমন্বিত ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়। পরিশোধন ব্যাতীত প্রশ্নপত্রে দুর্বলভাবে লিখিত প্রশ্ন, একই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি অথবা সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হতে পারে। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রতিটি প্রশ্ন এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন কি না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বণ্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল **তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল** সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ হ্রাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষেপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনভাবেই যেন উত্তর/'উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত' না থাকে।
- সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- একটি প্রশ্নপত্রের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

- পরিশোধকগণ নিশ্চিত করবেন যেন প্রশ্নপত্রের ৬০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৪০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।
- ভাষার সঠিকতা, বিশেষ করে দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা, বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার - এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা।
- ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি সঠিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে কিনা এবং এগুলোর আলোকে তৈরি প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা।
- প্রশ্নপত্রের সার্বিক ভারসাম্য উপযুক্ত ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না, অন্যান্য প্রশ্নের সাথে প্রাবরণ (Overlap) করেছে কি না অথবা বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে প্রাবরণ (Overlap) হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব (২০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিশোধন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (৩৫৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছক পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছকের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

তৃতীয় দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করে প্রতিটি অংশের উত্তর লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ১ ও ২
(০৯:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন; ● গঠন কাঠামো অনুসরণ করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে। পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। [**পরিশিষ্ট 'ট']: সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা]**

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য।

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। উদ্দীপকের সাথে 'গ' ও 'ঘ' অংশের সম্পর্ক হবে প্রত্যক্ষ বা নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় না এনে কোনোভাবেই 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর লেখা সম্ভব হবে না। উদ্দীপকের সাথে 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র থাকবে। 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর লিখার জন্য উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' অংশের প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করতে হবে। এটিই উদ্দীপকের সাথে 'ক' ও 'খ' অংশের পরোক্ষ যোগসূত্র;

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের প্রশ্নের **সাধারণ বা বিভাজিত শিখনফল/বিষয়বস্তু** অবশ্যই ভিন্ন হতে হবে। কোনোভাবেই বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি (Repetition) বা প্রাবরণ(Overlapping) থাকবে না। এজন্য প্রশ্ন তৈরির শুরুতেই ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ও ‘ঘ’ অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিখনফল/বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে নিতে হবে;
- জীবনঘনিষ্ট তথ্যের আলোকে উদ্দীপকটি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ‘গ’ অংশের উত্তরে পরীক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের কোনো **একটি সুনির্দিষ্ট** তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি প্রয়োগ করার সুযোগ পায় এবং ‘ঘ’ অংশের উত্তরে পাঠ্যবইয়ের **একাধিক** তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করে উচ্চতর দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়;
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক **সাধারণ বা বিভাজিত শিখনফল/বিষয়বস্তুর (কমপক্ষে তিনটি)** আলোকে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পূনরাবৃত্তি ঘটে।
- উদ্দীপকে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর সরাসরি থাকবে না আবার উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় না নিয়ে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর লেখাও সম্ভব হবে না। পরীক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞান উদ্দীপকে প্রয়োগ করবে বা বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করবে।

[উদ্দীপক তৈরির কৌশল সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রথম দিবসের অধিবেশন ৩ ও ৪ এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য।]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা (৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;

কাজ-২: গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উপস্থাপন (১৮০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- বাড়ির কাজে প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নটি কাজ-১ এর ধারণার আলোকে এককভাবে সংশোধন করতে বলবেন;
- সংশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোষ্টার/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন;
- উপস্থাপনার ধারণার আলোকে দলের অবশিষ্ট প্রশ্নসমূহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিশোধন করে সংরক্ষণ করতে বলবেন।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics)

একটি উত্তরপত্র যদি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় তবে সেই দু'জন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মাঝে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষকের মানসিক গড়ন (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মেজাজ-মর্জি), শারীরিক অবস্থা (সুস্থতা, ক্লান্তি, অবসাদ) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি একজন পরীক্ষক যদি একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করেন তাহলে সকালে যে নম্বর তিনি দিবেন বিকেলে হয়তো সেই নম্বর নাও দিতে পারেন। নম্বর প্রদানের এই তারতম্য কমিয়ে আনার জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ব্যবহৃত হয়। Rubrics একটি দাঁড়িপাল্লা (পরিমাপক) স্বরূপ যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা হয়। Rubrics সাধারণত দু' রকমের- বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) এবং সার্বিক (Holistic)।

সার্বিক (Holistic): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তাই হচ্ছে সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)। যেমন ১০ নম্বরের একটি রচনায় কখনো একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৮ নম্বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করে নম্বর প্রদান করেছেন অর্থাৎ সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) উপর দখল অথবা নৈপুণ্য/কুশলতা (skill/proficiency) অথবা বোঝার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সাধারণত সামষ্টিক মূল্যায়নের (Summative Assessment) সময় Holistic Rubrics ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষণধর্মী (Analytical): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের ধারাবাহিকতার (degree of difficulty level) আলোকে নম্বর/পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজকে (Performance) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই আলোকে তাকে সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক (feedback) দেয়া যায়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর লিখিত রচনায় দেখা গেল যে বাক্যগঠনে দুর্বলতা রয়েছে। তাহলে শিক্ষক বুঝবেন যে শিক্ষার্থীকে বাক্যগঠনের উপর ফিডব্যাক দিতে হবে। Analytical Rubrics সাধারণত গঠনমূলক মূল্যায়নে (Formative Assessment) এ ব্যবহৃত হয়। এতে করে শিক্ষার্থীও জানতে পারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

শিখনফল Rubrics তৈরির মূল বিবেচ্য বিষয়। যে বৈশিষ্ট্য (Criteria) এর আলোকে শিখনফল অর্জিত হবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা (Discriptor) সুস্পষ্ট হতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কী লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তা Rubrics লেখার সময় প্রথমেই লিখতে হবে। ক্রমান্বয়ে নিচের স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে। **[পরিশিষ্ট 'ঠ': সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর]**

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ (খ) তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। (গ) অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং (ঘ) অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। **ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।**

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়ত তা চিন্তা করতে পারেন নি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে - এমনটা ভাবা যাবে না। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে।আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন- কোনো একটি প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পরে পূর্বের প্রশ্নটির (খ) অংশের উত্তর দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ)সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণয়নকারী এবং পরিমার্জনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পান। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এটি শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীদের অনুসরণ/ব্যবহারের জন্য নয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব (৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;

কাজ-২: পরিশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন ও উপস্থাপন (১৩৫ মিনিট)

- প্রতিটি দলের সদস্যকে পূর্বের অধিবেশনে পরিশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর প্রণয়ন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে বাড়ির কাজে লেখা বিভিন্ন অংশের উত্তর বিবেচনায় নিতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোষ্টার/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে রুব্রিক্সসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি সংশোধন করে দিবেন।
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে রুব্রিক্সসহ প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে রুব্রিক্সসহ প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন;
- দলে বসে অন্যান্য প্রশ্নসমূহ রুব্রিক্সসহ পরিশোধন করতে বলবেন;

চতুর্থ দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

পঞ্চম দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: রুব্রিক্স নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন উপস্থাপন (২১০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্নের (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তসহ একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (১৬৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রত্যেক দলকে কাজ-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে ৪টি সৃজনশীল প্রশ্নের ১টি সেট চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের চূড়ান্তকৃত প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র ও রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

ষষ্ঠ দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ এক সেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন যথাযথ উপায়ে করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে-

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়স্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব (২০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- সৃজনশীল প্রশ্ন পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পরিশোধন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: একটি সৃজনশীল প্রশ্ন (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পরিশোধন ও উপস্থাপন (১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-৩: একসেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পরিশোধন ও উপস্থাপন (২২৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট: 'ক'

শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

৩. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৫. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

৬. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

৭. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

৮. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৯. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

১০. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

১১. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১৩. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

১৪. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

১৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

১৬. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৭. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

১৮. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

পরিশিষ্ট: 'খ-১'

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান

১. জ্ঞানের একটি ক্ষেত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের ধারণা, প্রকৃতি, পরিসর ও বৈজ্ঞানিক মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং সমাজ বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি অর্জন করা।

২. বিশ্বে এবং বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে জেনে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে আগ্রহী হওয়া।

৩. সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে এগুলোর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সক্ষমতা অর্জন করা এবং সমাজজীবনে এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

৪. সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রভাব অনুধাবন করা।

৫. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা অনুধাবন করে বাস্তবজীবনে অনুশীলন করা।

৬. সামাজিক বৈষম্য ও অসমতা সম্পর্কে জানা এবং তা দূরীকরণে ভূমিকা পালন করা।

৭. সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং নিজ সমাজে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

৮. বিচ্যুতিমূলক আচরণ, অপরাধের কারণ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তা দূরীকরণে ভূমিকা পালন করা। ৯. সামাজিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম হওয়া।

১০. বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং নিজদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১১. বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা।

১২. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব জানা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা অনুধাবন করা এবং অভিযোজনে সক্ষম হওয়া।

১৪. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে জেনে নিজে সচেতন হয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারে অংশগ্রহণ করা।

১৫. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে জানা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা ও নতুন কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

পরিশিষ্ট: 'খ-২'

মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল
বিষয় : সমাজবিজ্ঞান
পত্র প্রথম: সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি
বিষয় কোড : ১১৭

প্রথম অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সমাজবিজ্ঞানের পরিধি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৭. সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রত্যয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে এবং জানতে আগ্রহী হবে।	সমাজবিজ্ঞানের ধারণা-অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত ধারণা সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানের পরিধি সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. 'সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান'-বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. সমাজের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে।	বিজ্ঞানের ধারণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি-দার্শনিক পদ্ধতি,ঐতিহাসিক পদ্ধতি, ঘটনা অনুসন্ধান, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, জরীপ পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায় : সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজ সম্পর্কে অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২.সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে উপর্যুক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. সমাজবিজ্ঞানীদেরমতামত সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সচেতন হবে।	অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদেও মতবাদ ও অবদান -ইবনে খালদুন -অগাস্ট কোঁৎ-হার্বার্ট -স্পেনসার-এমিল -ডুর্খেইম-কার্ল মার্কস -ম্যাকস ওয়েবার

চতুর্থ অধ্যায় : সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজ বিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন সমাজের তুলনা করতে পারবে। ৫. সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. সভ্যতাও সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. দল, সংঘ এবং সম্প্রদায়ের ধারণা ও শ্রেণি বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. দল, সংঘ,সম্প্রদায় সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০.প্রতিষ্ঠানের ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১.প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ওশ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে। ১২.প্রথা,লোকাচার ও লোকরীতির ধারণা এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. সমাজকাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৪. সামাজিক গতিশীলতার ধারণা,ধরনএবং কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৫.সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণাব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬.সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ১৭.সমাজের মৌল ধারণাসমূহের পারস্পরিক সর্ম্পকের গুরুত্ব অনুধাবনে উৎসাহিত হবে।	সমাজের ধারণা সমাজেরবৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি সমাজ বিবর্তনের ধারা বিভিন্ন সমাজের তুলনা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা সংস্কৃতি ও সভ্যতারপারস্পরিক সম্পর্ক সভ্যতাও সংস্কৃতির ধরন দল,সংঘ এবং সম্প্রদায়ের ধারণাওশ্রেণিবিভাগ দল, সংঘ, সম্প্রদায় এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ প্রথা,লোকাচার ও লোকরীতির ধারণা এবং এদের মধ্যকার সম্পর্ক সমাজকাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিক গতিশীলতার ধারণা,ধরন এবং কারণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূ

পঞ্চম অধ্যায়: সামাজিক প্রতিষ্ঠান (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বর্ণনাকরতে পারবে। ২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং মৌল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ৫. পরিবারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৭. পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরন ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং মৌল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।	সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবাহের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব পরিবারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের ধরন ও পরিবর্তনশীল ভূমিকা পরিবারের সামাজিক গুরুত্ব জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইসহেনরি মরগান ও ওয়েস্টার মার্ক এর মতবাদ

১০.জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১.জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ১২.সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৩.জ্ঞাতিসম্পর্কিত লুইসহেনরি মরগান ও ওয়েস্টার মার্কের মতবাদ বর্ণনা করতে পারবে। ১৪.সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	

ষষ্ঠ অধ্যায়: সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (০৬পিরিয়ড)

শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১. সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সমাজজীবনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব জেনে অভিযোজনে সক্ষমতা অর্জন করবে।	সমাজজীবনে প্রভাববিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

সপ্তম অধ্যায়: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১. সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিকীকরণের বাহন সমূহের ভূমিকা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন,তথ্য এবং প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালনে সচেতন হবে এবং ব্যক্তিজীবনে তা অনুশীলন করতে পারবে।	সামাজিকীকরণের ধারণা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন,তথ্য ও প্রযুক্তি

অষ্টম অধ্যায় : সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সামাজিক অসমতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সামাজিক অসমতার উৎপত্তি ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে	সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ -দ্বন্দ্বমূলক -ক্রিয়াবাদী সামাজিক অসমতার ধারণা সামাজিক অসমতার উৎপত্তি ও প্রকারভেদ

পারবে। ৬. জেন্ডারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. বয়স বৈষম্যবাদ ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০.বয়স বৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বয়স বৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২.বয়স বৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৩.সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৪.সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য দূরিকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রতি সচেতন হবে এবং তা দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। ১৫. নিজ এলাকার (গ্রাম/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড) সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	জেন্ডার ধারণা জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যেও প্রভাব বয়স বৈষম্যবাদ ধারণা বয়স বৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি বয়স বৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ বয়স বৈষম্যের ভিত্তিতেসৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহের প্রভাব সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং উপায়

নবম অধ্যায় : সামাজিক ব্যবস্থা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সম্পত্তির মালিকানার ধরন বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. শিক্ষার স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. শিক্ষা সম্পর্কিত কার্ল মার্কস,কার্ল মেনহেইম এবং এমিল ডুর্খইমের মতবাদ বর্ণনা করতে পারবে। ১৪.ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সম্পত্তির ধারণা সম্পত্তির মালিকানার ধরন বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির বিবর্তনের ধারা রাষ্ট্রের ধারণা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার ধারণা শিক্ষার স্তর শিক্ষার ভূমিকাও কার্যাবলি শিক্ষাসম্পর্কিত কার্ল মার্কস,কার্ল মেনহেইম এবং

১৫.ধর্মের উৎপত্তি এবং সমাজজীবনে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৭. সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৮. সমাজজীবনে সহনশীল আচরণ করবে এবং নৈতিকতা প্রদর্শন করবে। ১৯. সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থার আন্তসম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।	এমিল ডুর্খইমের মতবাদ ধর্মের ধারণা ধর্মের উৎপত্তি এবং সমাজজীবনে এর ভূমিকা নৈতিকতার ধারণা সমাজ জীবনে নৈতিকতার প্রভাব

দশম অধ্যায় : বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিক বিচ্যুতির বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. অপরাধের ধারণা,ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. অপরাধ ও বিচ্যুতিমূলক আচরণের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বিচ্যুতিমূলক আচরণ ও অপরাধের প্রতিকার ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. বিচ্যুত আচরণ এবং অপরাধ সম্পর্কে দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটবে। ৯. নিজ এলাকায় (গ্রাম / ইউনিয়ন/ওয়ার্ড) বিচ্যুতিমূলক আচরণ ও অপরাধ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।	বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য সামাজিক বিচ্যুতির বিভিন্ন কারণ বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব -এমিল ডুর্খেইম -আর.কে মার্টন অপরাধের ধারণা,ধরন এবং কারণ অপরাধ ও বিচ্যুতিমূলক আচরণের পার্থক্য অপরাধের প্রতিকার ব্যবস্থা

একাদশ অধ্যায়: সামাজিক পরিবর্তন (০৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সামাজিক পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে।	সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ও কারণ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব-মার্কসের তত্ত্ব -পেরেটোর তত্ত্ব সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

দ্বিতীয় পত্রঃ বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান
কোড নং ১১৮

প্রথম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিকাশ (০৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি (০৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সমাজজীবনে সাংস্কৃতিক ব্যাবধান কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে। ৬. স্বীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পারবে। বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগের ছক তৈরি করতে পারবে। ৩. প্রাচীনপ্রস্তর যুগের বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. নব্যপ্রস্তর যুগের বর্ণনা করতে পারবে। ৬. সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ব্রোঞ্জ যুগের বর্ণনা করতে পারবে। ৮. সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ প্রাচীনপ্রস্তর যুগ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব নব্যপ্রস্তর যুগ বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধুসভ্যতার অবদান নব্যপ্রস্তর যুগের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রভাব ব্রোঞ্জ যুগ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের প্রভাব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ

৯. সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১০. বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান বর্ণনা করতে পারবে। ১১. সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ১২. বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. বিভিন্ন প্রত্নস্থানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবেদন রচনা করতে পারবে। ১৪. নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	প্রত্নস্থানের অবদান উয়ারিবটেশ্বর-- মহাস্থানগড় পাহাড়পুর বিহার ময়নামতি বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধুসভ্যতার অবদান

চতুর্থ অধ্যায় :বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা (১৫পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতিব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক তৈরি করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশেরকয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে ৪. বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের যেকোন একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। ৬. সকল নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।	নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক বাংলাদেশেরকয়েকটিনৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস এবং নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা-চাকমা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরী,খাসিয়া, মগ কোচ, রাখাইন,

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট(১৪পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছয় দফা,ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানের উপর প্রতিবেদন রচনা করতে পারবে। ৭. দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছয়দফা,ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায় :বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের তুলনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারা ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের ক্ষমতাকাঠামোরপ্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতি-নীতি,সংস্কার, বিশ্বাসও মূল্যবোধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অভিযোজনে সক্ষম হবে। ৯. নিজ এলাকার(গ্রাম/ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড) ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের তুলনা-আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরসমাজের স্তরবিন্যাসেরধারা ও প্রকৃতি বাংলাদেশের গ্রামসমাজ(ভূমি, শিক্ষা, জেন্ডার, বংশমর্যাদা)ও শহরসমাজ(সম্পত্তি, শিক্ষা,পেশা, জেন্ডার)এর ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতি-নীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

সপ্তম অধ্যায় :বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক (১৮পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের সমাজেবিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারে জেন্ডার, বয়স, আবাসন, তথ্যও প্রযুক্তির কারণে সৃষ্ট পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণকরতে পারবে। ৭. বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের	বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে বিবাহের গুরুত্ব বাংলাদেশে পরিবারের ধরন বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের পরিবর্তনের কারণও প্রভাব-জেন্ডার, বয়স, আবাসন, তথ্য ও প্রযুক্তি বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন

প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে। ৯. বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণ করে সচেতন হয়ে অভিযোজনে সক্ষম হবে।	বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজেজ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ওপর সমাজের আধুনিক উপাদানের প্রভাব

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১. বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করবে।	বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহ বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১. সামাজিক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার একটিতালিকা তৈরি করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা ;এসব সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের নারীর সামাজিক নিরাপত্তা জনিত সমস্যার ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের নারীর সামাজিক নিরাপত্তা জনিত সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের নারীর সামাজিক নিরাপত্তা জনিত সমস্যার প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ,প্রভাব ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতেপারবে।	সামাজিক সমস্যার ধারণা বাংলাদেশেরজনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার বাংলাদেশের নিরক্ষরতা সমস্যার ধারণা, কারণ,প্রভাব এবং প্রতিকার বাংলাদেশের বেকারত্বের ধারণা, কারণ,প্রভাব এবং প্রতিকার বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ,প্রভাব এবং প্রতিকার বাংলাদেশের নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত

৮. বাংলাদেশের জঙ্গীবাদের ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০.সামাজিক সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবে। ১১. জীবনদক্ষতা রপ্তকরার সক্ষমতা অর্জন করবে এবং প্রতিরোধে সক্রিয়অংশগ্রহণ করবে। ১২. নিজ এলাকার (গ্রাম /ইউনিয়ন /ওয়ার্ড) একটি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন (প্রতিকারের মতামতসহ) তৈরি করতে পারবে।	সমস্যার ধারণা, কারণ,প্রভাব ও প্রতিকার-যৌন নিপিড়ন-জেন্ডারবৈষম্য-যৌতুক-বাল্য বিবাহ-কর্মজীবি নারীর সমস্যা বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব বাংলাদেশের জঙ্গীবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ,প্রভাবও প্রতিরোধ-প্রতিকার-বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ,পানি দূষণ,মাটি দূষণ-জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগএবং সৃষ্ট সমস্যা

দশম অধ্যায় :বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন (১০পিরিয়ড)

শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১. সামাজিক উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সরকারি ওবেসরকারি সংস্থার ধারণা ব্যাখ্য করতে পারবে। ৩. সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ওবেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. নিজ এলাকায় একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ওপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন রচনা করতে পারবে। ৭. নিজ এলাকায় সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এবং নতুন কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধহবে।	সামাজিক উন্নয়নের ধারণা সরকারি ওবেসরকারি সংস্থার ধারণা সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা সামাজিক উন্নয়নেবেসরকারি সংস্থার ভূমিকা সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ওবেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব

পরিশিষ্ট: ‘গ’

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড .....

এইস এস সি পরীক্ষা ২০.....

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

বিষয় কোড : ১১৭

	অধ্যায় ১			অধ্যায় ২			অধ্যায় ৩			অধ্যায় ৪			অধ্যায় ৫			অধ্যায় ৬			অধ্যায় ৭			অধ্যায় ৮			অধ্যায় ৯			অধ্যায় ১০			অধ্যায় ১১		
LO নং	MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ	
১																																	
২																																	
৩																																	
৪																																	
৫																																	
৬																																	
৭																																	
৮																																	
৯																																	
১০																																	
১১																																	
১২																																	
১৩																																	

১৪																																	
১৫																																	
১৬																																	
মোট																																	

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড .....

এইস এস সি পরীক্ষা ২০.....

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

বিষয় কোড : ১১৮

	অধ্যায় ১		অধ্যায় ২			অধ্যায় ৩			অধ্যায় ৪			অধ্যায় ৫			অধ্যায় ৬			অধ্যায় ৭			অধ্যায় ৮			অধ্যায় ৯			অধ্যায় ১০		
LO নং	MCQ	CQ	MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ		MCQ	CQ	
১																													
২																													
৩																													
৪																													
৫																													
৬																													
৭																													
৮																													
৯																													
১০																													
১১																													
মোট																													

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়
বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র
বিষয় কোড: ১১৭

১. এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানের ধারণা প্রদানে কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন?
ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
খ. সামাজিক সম্পর্ক
গ. সামাজিক ক্রিয়া
ঘ. সামাজিক আচরণ

২. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক কী?
ক. কর্তৃত্ব ছাড়া ক্ষমতা স্থায়ী হয় না
খ. উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক
গ. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সর্বদা বল প্রয়োগের ফল
ঘ. উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গুণাবলী আবশ্যক

৩. কোনটি পরার্থমূলক আত্মহত্যা?
ক. দুর্ঘটনায় স্বামী সন্তান হারিয়ে লাকী বেগমের আত্মহনন
খ. অগ্নিদগ্ধ শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে গিয়ে শিক্ষক মেহেরীনের মৃত্যুবরণ
গ. যৌতুকের টাকা যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত রহিম মিয়ার আত্মহনন
ঘ. একাধিক ভাইভা দিয়েও চাকরি না পেয়ে রুমির আত্মহত্যা

সত্তর বছর বয়সী জলিল মিয়া একসময় কৃষিকাজ করতেন। বর্তমানে নিজের ভরণ পোষন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অন্যদিকে একই গ্রামের রাহেলা বেগমের স্বামী ১৫ বছর ধরে কারখানায় কাজ করে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে রাহেলা বেগম পঙ্গু সন্তান নিয়ে চরম দুঃখ দূর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন।

৪. জলিল মিয়া ও রাহেলা বেগম উভয়ের জন্য প্রযোজ্য-
i নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য স্বল্প মূল্যে বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ
ii সরকারি ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা
iii বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. তথ্য সংগ্রহ
খ. পূর্বানুমান
গ. বস্তুনিষ্ঠতা
ঘ. সমস্যা নির্বাচন

৬. উন্নয়ন ও বিবর্তন উভয়ের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক. পরিকল্পিত
খ. ধাপভিত্তিক
গ. বিকাশমূলক
ঘ. দৃশ্যমান

উদ্দীপকের আলোকে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাফি সাহেব তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে শহরে থাকেন। গ্রাম থেকে তার বাবা-মা, ছোট ভাইবোন মাঝে মাঝে শহরে তার বাসায় আসেন। ছুটির দিনে তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বেড়াতে যান। রাফি সাহেব তাঁর ছোট ভাই সুমনকে নিয়ে তাদের আত্মীয় স্থানীয় এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে যান এবং সুমনের চাকুরীর জন্য কথা বলেন।

৭ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাফি সাহেবের পরিবারের ধরণ কোনটি?
ক. যৌথ
খ. নয়াবাস
গ. একক
ঘ. বর্ধিত

৮. রাফি সাহেবের কর্মকান্ড- i পরিবারের রাজনৈতিক কাজের সাথে সম্পর্কিত ii জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে iii স্বজন প্রীতি বৃদ্ধি করতে পারে নিচের কোনটি সঠিক ? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ৯. 'ঘরে বসে কয়েকজন বন্ধুর নিয়মিত মাদক গ্রহণ' কোন ধরণের অপরাধ? ক. ভদ্রবেশী অপরাধ খ. শিকারবিহীন অপরাধ গ. সংঘবদ্ধ অপরাধ ঘ. কিশোর অপরাধ	১০. পোশাক-পরিচ্ছদ সমাজজীবনের মূলতঃ কোন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত? ক. সামাজিক খ. ভৌগোলিক গ. বংশগতি ঘ. সাংস্কৃতিক

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়
বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র
বিষয় কোড : ১১৮

১. গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. সামাজিক গতিশীলতা কম
খ. বহুমূখী পেশার উপস্থিতি
গ. একক পরিবারের প্রাধান্য
ঘ. সামাজিক বন্ধন শিথিল

২. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান গবেষনায় কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়?

ক. শিল্পায়ন ও নগরায়ন
খ. গ্রামীণ সমাজ, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন
গ. বিশ্বায়ন ও এর প্রভাব
ঘ. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাব

৩. **কোনটি** সংস্কৃতির অসম অগ্রগতি নির্দেশ করে?

ক. সোহেলদের গ্রামে সকলে টেলিভিশনে নাটক দেখে, আগের মতো যাত্রাপালার আসর বসে না
খ. শিহাব ও তার বন্ধুদের কাছে পাস্তা এবং নুডুলস খুব প্রিয় কিন্তু পিঠা পায়েস তেমন পছন্দ করে না
গ. পলাশপুর বিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকলেও কেউ তা পরিচালনা করতে পারে না
ঘ. প্রথম শ্রেণির ছাত্র তামিম অবসর সময়ে মোবাইলে গেম খেলে, গল্পের বই পড়তে পছন্দ করে না

	উদ্দীপকের আলোকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়ার প্রজাতন্ত্র বসনিয়ায় স্বাধীনতার জন্য গণভোট হয়। বসনিয়ার ৩টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বসনিয়াক ও ক্রোয়েটরা স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয় এবং স্বাধীনতার ঘোষনা করে। সার্বরা এই ফলাফল মানতে অস্বীকার করে এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়।
৪.	উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের যে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, তার ফলে ইতিহাসে কী ঘটেছিল?
ক.	মুসলিম লীগের শাসনের অবসান হয়
খ.	আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়
গ.	বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে
ঘ.	বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে

৫.	বাংলাদেশে বৈবাহিক জ্ঞাতিসম্পর্কের উদাহরণ কোনটি ?
ক.	ননদ
খ.	চাচা
গ.	মেয়ে
ঘ.	পুত্র

৬. সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শন প্রমাণ করে যে, এখানে-

I শ্রেণি বৈষম্য বিদ্যমান ছিল
Ii মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা আদায় হতো
iii বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প ১: একসময়ের নিমতলী ইউনিয়নটির উর্বর কৃষিজমির কিছু অংশ আজ নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে। কিছু জমিতে সারা বছর পানি জমে থাকে। কোনো বছর অতিবৃষ্টি আবার কখনও খরায় এলাকাটির ফসলী জমিতে এখন আর আগের মত ফসল হয় না।

দৃশ্যকল্প ২: সোয়েব বি.এ পাস করে অনেক চেষ্টা করেও চাকরি পায়নি। ফলে সে মনমরা হয়ে একা একা থাকে, পরিবারের সকলকে এড়িয়ে চলে এবং গভীর রাত করে বাড়ি ফিরে। এসব দেখে তার শিক্ষক তাকে কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

৭ নিমতলী গ্রামের সমস্যাটিতে কীসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে?

ক. জলবায়ু পরিবর্তন
খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
গ. মাটি দুষণ
ঘ. পানি দুষণ

৮. দৃশ্যকল্প ২ এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে-

i অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে
ii শিক্ষকের পরামর্শটিই একমাত্র সমাধান
iii অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৯. বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়ন কীরূপ ভূমিকা পালন করছে?

ক. ব্যক্তির অধিকার চেতনা বৃদ্ধি পায়
খ. বেকারের সংখ্যা কমে যায়
গ. গোষ্ঠী চেতনা বৃদ্ধি পায়
ঘ. বিভিন্ন রাষ্ট্রের পণ্য বিনিময় কম হয়

১০. গারোদের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম প্রধানের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ কোনটি?

ক. কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাব
খ. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন
গ. ট্রাইবাল প্রধানের উপস্থিতি
ঘ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

পরিশিষ্ট:'ঙ'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ
বিষয়: সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র
কোড ১১৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অগাস্ট কোঁৎ এর ত্রয়স্তর সূত্রের মূল বিষয় কোনটি?
- ক. সমাজের বিবর্তন জীবদেহের অনুরূপ
- খ. সামাজিক ঘটনা ব্যক্তি নিরপেক্ষ
- গ. জ্ঞানের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ
- ঘ. জগৎকে ব্যাখ্যা নয় বদলে দেওয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২. সামাজিক জরিপ পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে-
- i ছোট ছোট এলাকা নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়
- ii অল্প সময়ে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়
- iii গবেষনাধীন এলাকার ভাষা আয়ত্ব করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুই বছর বয়সী রাইসা কখনও দাদীর মতো শাড়ি পরে, কথা বলে, কখনও বা খেলনা দিয়ে মায়ের মতো রান্না করতে যায়। তার বোন মনামী মোবাইল নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। মোবাইল থেকে সে ইতোমধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালাসহ অনেকগুলো ছড়া মুখস্থ করে ফেলেছে। সে ডোরেমন কার্টুন দেখে প্রতিদিন রাতে ডোরেমনের মতো দাঁত ব্রাশ করে ঘুমাতে যায়।

৩. রাইসার ক্ষেত্রে সামাজীকিকরণ প্রক্রিয়ার কোন উপাদান লক্ষ্য করা যায়?
- ক. অনুকরণ
- খ. অভিভাবন
- গ. অংগীভূতকরণ
- ঘ. ভাষা

৪. মনামীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যে উপাদানের ভূমিকা রয়েছে তার প্রভাবে -
- i বিভিন্ন দেশের ভাষার সাথে পরিচিতি ঘটে
- ii সৃজনশীল চিন্তা বিকশিত হয়
- iii স্কুলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ-১)/**১১৪৮**

তারিখ ঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ / ২২ নভেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উদ্দীপকে (Stem) ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি রোধকল্পে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

(ক) পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম না থাকলে প্রশ্নে উদ্দীপক হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সরকার, কোন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অঞ্চলকে নেতিকবাচকভাবে উপস্থাপন করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(গ) বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় অনুষ্ঠানকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঘ) রাষ্ট্র বা জাতিকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঙ) সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন বিষয় ব্যবহার করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(ছ) ধর্ম, তীর্থস্থান, ধর্মীয় স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদিকে অসম্মান করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(জ) কোন অশোভনীয় বা আপত্তিকর ছবি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না

(ঝ) সরকার এবং সমাজ কর্তৃক অননুমোদিত বা অগ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ (যেমনঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি) ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

২। এই পরিপত্রের মর্মানুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। এ পরিপত্রের পরিপন্থী কোন প্রশ্ন প্রনয়ন করা হলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

২২/১১/০৯

(খন্দকার রাকিবুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [জেলার সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসার সকল প্রধান শিক্ষক/সুপারিটেনডেন্ট/অধ্যক্ষকে অবহিত করার অনুরোধসহ]

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র
বিষয় কোড : ১১৭ ও ১১৮

১. গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে একজন গবেষক যে সকল গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন তার মধ্যে অধিক উপযুক্ত কোনটি?
- ক. ঘটনা জরিপ পদ্ধতি
- খ. ঐতিহাসিক পদ্ধতি
- গ. তুলনামূলক পদ্ধতি
- ঘ. অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

২. সমাজে উচ্চ শ্রেণি কোনটি?
- ক. ভূস্বামী
- খ. উচ্চবিত্ত
- গ. এনিব
- ঘ. বুর্জোয়া

৩. পল্লী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
- ক. সকল স্তরের মানুষের সমউন্নয়ন
- খ. বেকারত্বের কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- গ. গ্রামের কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা
- ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন সাধন

মনামী ও রাইসা দুই বোন। রাইসার বয়স দুই বছর। মোবাইল থেকে সে অনেকগুলো ছড়া মুখস্থ করে ফেলেছে। সে দাদীর মতো শাড়ি পরতে ও কথা বলতে পছন্দ করে। সে খেলনা দিয়ে মায়ের মতো রান্না করতে যায়।		
৪.		রাইসার ক্ষেত্রে সামাজীকিকরণ প্রক্রিয়ার কোন উপাদান লক্ষ্য করা যায়?
	ক.	অনুকরণ
	খ.	অভিভাবন
	গ.	অংগীভূতকরণ
	ঘ.	ভাষা

৫. তমুদ্দুন মজলিস কোন সালে গঠিত হয়?
- ক. ১৯৪৮
- খ. ১৯৪০
- গ. ১৯৫২
- ঘ. ১৯৪৭

৬. **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**

জামান সাহেবের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না করায় তিনি বকাঝকা ও মারধর করেন এবং এজন্য ছেলের মা'কে ছেলেসহ বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

ছেলের প্রতি জামান সাহেবের ভূমিকা পরিবারের কোন কাজকে নির্দেশ করে?
- ক. শিক্ষামূলক
- খ. মনস্তাত্ত্বিক
- গ. রক্ষণাবেক্ষণ
- ঘ. সামাজিকীকরণ

৭. **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**

কয়েকজন বেকার যুবক আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে "বন্ধু সংঘ" নামে একটি সমিতি গড়ে তুললো এবং তারা গ্রামের কয়েকটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হলো।

বেকার যুবকদের কার্যক্রম সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?
- ক. সমাজ
- খ. প্রতিষ্ঠান
- গ. সংঘ
- ঘ. সম্প্রদায়

৮. দল এমন ধরণের সংগঠন-
- i. যার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা থাকে
- ii. যার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা থাকে না
- iii. যা পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীও হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৯. 'সাংসারেক' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম?
ক. চাকমা
খ. মারমা
গ. গারো
ঘ. আর্য

১০. কোনটি মুখ্য দল?
ক. ট্রেড ইউনিয়ন
খ. ফুটবল দল
গ. শিক্ষক সমিতি
ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়

১১. কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতি নয়?
ক. জামদানী শাড়ি
খ. পালকি
গ. হারমোনিয়াম
ঘ. বাউল গান

১২ কোন বিচ্যুতিটি অপরাধ নয়?
ক. গণপরিবহনে ধুমপান
খ. বন্ধুর প্ররোচনায় মাদক গ্রহণ
গ. আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দান
ঘ. ক্লাসে দেরি করে যাওয়া

১৩. সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাবে-
ক. নগরায়নের প্রসার
খ. কৃষি আধুনিকায়ন হয়
গ. যৌথ পরিবারে ভেঙে যায়
ঘ. ভার্চুয়াল যোগাযোগ বৃদ্ধি

১৪. অসমতার সামাজিক উপাদান কোনটি?
ক. ক্ষমতা
খ. মর্যাদা
গ. শিক্ষা
ঘ. উপরের সবগুলোই সঠিক

১৫. প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. সুনির্দিষ্ট এলাকা
খ. পরস্পর নির্ভরশীলতা
গ. একাধিক লক্ষ্য অর্জন
ঘ. সমাজ কাঠামোর অংশ ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী

১৬. স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার কোনো বোনকে বিয়ে করা কোন ধরনের বিবাহ?
ক. অনুলোম
খ. প্রতিলোম
গ. একক বিবাহ
ঘ. সরোরেট

১৭. মার্ক্স এর মতে পুঁজিবাদ বিকাশে কারা বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে?
ক. মধ্যবিত্ত শ্রেণি
খ. বুর্জোয়া শ্রেণি
গ. যাজক শ্রেণি
ঘ. পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি

পরিশিষ্ট:'জ'

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র

বিষয় কোড : ১১৭ ও ১১৮

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
১.উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে					
	সমাজে উচ্চ শ্রেণি কোনটি?			সামন্ত সমাজে উচ্চ শ্রেণি কোনটি?	
	ক.	ভূ-স্বামী		ক.	ভূ-স্বামী
	খ.	উচ্চবিত্ত		খ.	উচ্চবিত্ত
	গ.	মনিব		গ.	মনিব
	ঘ.	বুর্জোয়া		ঘ.	বুর্জোয়া
২. উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে					
	গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে একজন গবেষক যে সকল গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন তার মধ্যে অধিক উপযুক্ত কোনটি?			গ্রামীণ জীবনযাত্রা অনুসন্ধানে কোন পদ্ধতি অধিক উপযুক্ত?	
	ক.	ঘটনা জরিপ পদ্ধতি		ক.	ঘটনা জরিপ পদ্ধতি
	খ.	ঐতিহাসিক পদ্ধতি		খ.	ঐতিহাসিক পদ্ধতি
	গ.	তুলনামূলক পদ্ধতি		গ.	তুলনামূলক পদ্ধতি
	ঘ.	অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি		ঘ.	অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
৩. উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে					
	মনামী ও রাইসা দুই বোন। রাইসার বয়স দুই বছর। মোবাইল থেকে সে অনেকগুলো ছড়া মুখস্থ করে ফেলেছে। সে দাদীর মতো শাড়ি পরতে ও কথা বলতে পছন্দ করে। সে খেলনা দিয়ে মায়ের মতো রান্না করতে যায়।			দুই বছর বয়সী রাইসা কখনও দাদীর মতো শাড়ি পরে, কথা বলে, কখনও বা খেলনা দিয়ে মায়ের মতো রান্না করতে যায়।	
৩.		রাইসার ক্ষেত্রে সামাজীকিকরণ প্রক্রিয়ার কোন উপাদান লক্ষ্য করা যায়?	৩.		রাইসার ক্ষেত্রে সামাজীকিকরণ প্রক্রিয়ার কোন উপাদান লক্ষ্য করা যায়?
	ক.	অনুকরণ		ক.	অনুকরণ
	খ.	অভিভাবন		খ.	অভিভাবন
	গ.	অংগীভূতকরণ		গ.	অংগীভূতকরণ
	ঘ.	ভাষা		ঘ.	ভাষা
৪. উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি না থাকে					
	কার্ল মার্ক্স এর মতে পুঁজিবাদ বিকাশে কারা বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে?			কর্ল মার্ক্স এর মতে পুঁজিবাদ বিকাশে কোন শ্রেণি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে?	
	ক.	মধ্যবিত্ত শ্রেণি		ক.	মধ্যবিত্ত
	খ.	বুর্জোয়া শ্রেণি		খ.	বুর্জোয়া
	গ.	যাজক শ্রেণি		গ.	যাজক
	ঘ.	পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি		ঘ.	পেটি বুর্জোয়া
৫. উদ্দীপক হ্যাঁ–বোধক হতে হবে					

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
	কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতি নয়?			কোনটি অবস্তুগত সংস্কৃতি?	
	ক.	জামদানী শাড়ি		ক.	জামদানী শাড়ি
	খ.	পালকি		খ.	পালকি
	গ.	হারমোনিয়াম		গ.	হারমোনিয়াম
	ঘ.	বাউল গান		ঘ.	বাউল গান
৬. না –বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে					
	কোন বিচ্যুতিটি অপরাধ নয়?			কোন বিচ্যুতিটি অপরাধ **নয়?**	
	ক.	গণপরিবহনে ধুমপান		ক.	গণপরিবহনে ধুমপান
	খ.	বন্ধুর প্ররোচনায় মাদক গ্রহণ		খ.	বন্ধুর প্ররোচনায় মাদক গ্রহণ
	গ.	আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দান		গ.	আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দান
	ঘ.	ক্লাসে দেরি করে যাওয়া		ঘ.	ক্লাসে দেরি করে যাওয়া
৭. উদ্দীপকে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করে নিতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে					
	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও: কয়েকজন বেকার যুবক আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'বন্ধু সংঘ' নামে একটি সমিতি গড়ে তুললো এবং তারা গ্রামের কয়েকটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হলো। বেকার যুবকদের কার্যক্রম সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?			**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:** কয়েকজন বেকার যুবক 'আমরা বন্ধু' নামে একত্রিত হয়ে গ্রামের কয়েকটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হলো। বেকার যুবকদের কার্যক্রম সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত?	
	ক.	সমাজ		ক.	সমাজ
	খ.	প্রতিষ্ঠান		খ.	প্রতিষ্ঠান
	গ.	সংঘ		গ.	সংঘ
	ঘ.	সম্প্রদায়		ঘ.	সম্প্রদায়
৮. নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করা বাঞ্ছনীয়					
	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও: জামান সাহেবের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না করায় তিনি বকাঝকা ও মারধর করেন এবং এজন্য ছেলের মা'কে ছেলেসহ বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। ছেলের প্রতি জামান সাহেবের ভূমিকা পরিবারের কোন কাজকে নির্দেশ করে?			**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:** জামান সাহেবের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না করায় তিনি চিন্তিত । তবে তিনি ছেলেকে ভবিষ্যতে ভাল ফল করতে উৎসাহ দেন এবং ভাল ফল করলে কক্সবাজার বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন। ছেলের প্রতি জামান সাহেবের ভূমিকা পরিবারের কোন কাজকে নির্দেশ করে?	
	ক.	শিক্ষামূলক		ক.	শিক্ষামূলক
	খ.	মনস্তাত্ত্বিক		খ.	মনস্তাত্ত্বিক
	গ.	রক্ষণাবেক্ষণ		গ.	রক্ষণাবেক্ষণ
	ঘ.	সামাজিকীকরণ		ঘ.	সামাজিকীকরণ

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
৯. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে					
	পল্লী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?			পল্লী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?	
	ক.	সকল স্তরের মানুষের উন্নয়ন		ক.	সকল স্তরের মানুষের উন্নয়ন
	খ.	বেকারত্বের কর্মসংস্থান সৃষ্টি		খ.	বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি
	গ.	কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি		গ.	কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার
	ঘ.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন		ঘ.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন
১০. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে					
	সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাবে-			সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাবে-	
	ক.	নগরায়নের প্রসার		ক.	নগরায়নের প্রসার ঘটে
	খ.	কৃষি আধুনিকায়ন হয়		খ.	কৃষি আধুনিকায়ন হয়
	গ.	যৌথ পরিবারে ভেঙে যায়		গ.	যৌথ পরিবারে ভেঙে যায়
	ঘ.	ভার্চুয়াল যোগাযোগ বৃদ্ধি		ঘ.	ভার্চুয়াল যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়
১০.১ বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে					
	বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম--			বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম--	
	i.	অপরাধ নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা		i.	অপরাধ নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে
	ii.	নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা বৃদ্ধি		ii.	নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
	iii.	সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে		iii.	সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে
	নিচের কোনটি সঠিক?			নিচের কোনটি সঠিক?	
	ক.	i ও ii		ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii		খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii		গ.	ii ও iii
	ঘ.	i, ii ও iii		ঘ.	i, ii ও iii
১১. পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে					
	'সাংসারেক' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম?			'সাংসারেক' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম?	
	ক.	চাকমা		ক.	চাকমা
	খ.	মারমা		খ.	মারমা
	গ.	গারো		গ.	গারো
	ঘ.	আর্য		ঘ.	সাঁওতাল
১২. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে					
	'তমুদ্দুন মজলিস' কোন সালে গঠিত হয় ?			'তমুদ্দুন মজলিস' কোন সালে গঠিত হয় ?	
	ক.	১৯৪৮		ক.	১৯৪০
	খ.	১৯৪০		খ.	১৯৪৭
	গ.	১৯৫২		গ.	১৯৪৮
	ঘ,	১৯৪৭		ঘ.	১৯৫২

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
১৩. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে					
	প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?			প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?	
	ক.	সুনির্দিষ্ট এলাকা		ক.	সুনির্দিষ্ট এলাকা
	খ.	পারস্পরিক নির্ভরশীলতা		খ.	পরস্পর নির্ভরশীলতা
	গ.	একাধিক লক্ষ্য অর্জন		গ.	একাধিক লক্ষ্য অর্জন
	ঘ.	সমাজ কাঠামোর অংশ ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী		ঘ.	প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী
১৪. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে					
	দল এমন ধরণের সংগঠন -			দল এমন ধরণের সংগঠন -	
	i.	যার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা থাকে		i.	যার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা থাকে
	ii.	যার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা থাকে না		ii.	যা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়
	iii.	যা পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীও হতে পারে		iii.	যা পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীও হতে পারে
	নিচের কোনটি সঠিক?			নিচের কোনটি সঠিক?	
	ক.	i ও ii		ক.	i ও ii
	খ.	i ও iii		খ.	i ও iii
	গ.	ii ও iii		গ.	ii ও iii
	ঘ.	i,ii ও iii		ঘ.	i, ii ও iii
১৫. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে					
	স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার কোনো বোনকে বিয়ে করা কোন ধরনের বিবাহ?			স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার কোনো বোনকে বিয়ে করা কোন ধরনের বিবাহ?	
	ক.	অনুলোম		ক.	অনুলোম
	খ.	প্রতিলোম		খ.	প্রতিলোম
	গ.	একক বিবাহ		গ.	লেভিরেট
	ঘ.	সরোরেট		ঘ.	সরোরেট
১৬. বিকল্প উত্তরে 'উপরের সবগুলো সঠিক'/ 'উপরের কোনোটিই সঠিক নয়' - এমন বাক্য পরিহার করতে হবে					
	অসমতার সামাজিক উপাদান কোনটি?			অসমতার সামাজিক উপাদান কোনটি?	
	ক.	ক্ষমতা		ক.	বয়স
	খ.	মর্যাদা		খ.	মেধা
	গ.	শিক্ষা		গ.	মর্যাদা
	ঘ.	উপরের সবগুলোই সঠিক		ঘ.	বর্ণ
১৭. বিকল্প উত্তরে 'উপরের কোনোটিই সঠিক নয়' - এমন বাক্য পরিহার করতে হবে					
	কোনটি মুখ্য দল?			কোনটি মুখ্য দল?	
	ক.	ট্রেড ইউনিয়ন		ক.	ট্রেড ইউনিয়ন
	খ.	ফুটবল দল		খ.	ফুটবল দল
	গ.	শিক্ষক সমিতি		গ.	শিক্ষক সমিতি
	ঘ.	উপরের কোনটিই সঠিক নয়		ঘ.	পরিবার

পরিশিষ্ট: ‘ঝ’

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড----------

পরীক্ষার নাম---------- ২০----- খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

বিষয় কোড : ১১৭

চিন্তন দক্ষতার স্তর	অধ্যায়											মোট প্রশ্ন সংখ্যা	%
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ		
উচ্চতর দক্ষতা													১৫%
প্রয়োগ দক্ষতা													২৫%
অনুধাবন দক্ষতা													২৫%
জ্ঞান দক্ষতা													৩৫%
মোট													১০০%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড----------

পরীক্ষার নাম---------- ২০----- খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

বিষয় কোড : ১১৮

চিন্তন দক্ষতার স্তর	অধ্যায়										মোট প্রশ্ন সংখ্যা	%
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম		
উচ্চতর দক্ষতা												১৫%
প্রয়োগ দক্ষতা												২৫%
অনুধাবন দক্ষতা												২৫%
জ্ঞান দক্ষতা												৩৫%
মোট												১০০%

পরিশিষ্ট:'ঞ'

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

পরীক্ষার নাম---------- ২০--- খ্রিস্টাব্দ

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র

বিষয় কোড : ১১৭ ও ১১৮

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	
১১	
১২	
১৩	
১৪	
১৫	

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key
১৬	
১৭	
১৮	
১৯	
২০	
২১	
২২	
২৩	
২৪	
২৫	
২৬	
২৭	
২৮	
২৯	
৩০	

পরিশিষ্ট:'ট'

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

বিষয় কোড : ১১৭

১. ফুলতলী গ্রামের পূর্ব পাড়ার লোকজন নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিপদে-আপদে তারা পরস্পরকে সাহায্য করেন। তারা সুখে-দুখে মিলেমিশে একসাথে থাকেন।এই গ্রামের রসুল মিয়া তার সন্তানদেরকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান, ছোটবেলা থেকেই বড়দেরকে সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখান। তিনি সন্তানদের নিয়ে গ্রামের মেলা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যান। তার সন্তানরা অনুষ্ঠানাদিতে বড়দের দেখলেই সালাম দেয়। গ্রামের সকলে তাদেরকে পছন্দ করে।

ক. সংঘ কাকে বলে? ১

খ. পরিবার কোন ধরণের দলের অন্তর্ভূক্ত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফুলতলী গ্রামের পূর্ব পাড়ার বর্ণনায় সমাজবিজ্ঞানের কোন মৌল প্রত্যয়কে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রসুল মিয়ার কর্মকান্ডে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বাহনগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে তার সাথে পরিবারের কার্যাবলীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

২. প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে ফরিদ মিয়া শহরে এসে একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। নিজেদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে স্বামী স্ত্রী দু'জন মিলে ছোটো ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসার প্রসার হলে তারা একটি বড় বাসা ভাড়া নেন এবং সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেন। ফরিদ মিয়ার গ্রামের এক বড় ভাই শরীফ সাহেব ও তার সহপাঠী মন্টু সাহেব একই সাথে অবসরে যান। পরবর্তীতে দু'জনে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। শরীফ সাহেব উচ্চ বেতনে চাকরি পেলেও মন্টু সাহেবকে সরকারি পেনশনের উপর নির্ভর করে চলতে হয়।

ক. দাস প্রথা কী? ১

খ. কীসের ভিত্তিতে সমাজে নারী শ্রমিককে নিম্ন মজুরী প্রদান করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ফরিদ মিয়ার অবস্থান সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব শরীফ ও জনাব মন্টুর সামাজিক অবস্থান ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

বিষয় কোড: ১১৮

১. সুমনা গ্রাম থেকে শহরে এসে গার্মেন্টেসে চাকুরী নেন। প্রতিদিন তাকে পাবলিক বাসে চেপে কারখানায় যেতে হয়। মাঝে মাঝে বাসে তিনি শারিরীক ও মানসিক হেনস্তার শিকার হন। আবার বাসায় ফিরতে কখনও দেরি হলে বাড়িওয়ালা বাসা ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। অনেক চেষ্টা করেও সে সুবিধামত বাসা পাচ্ছেন না। এজন্য সুমনা তার যাতায়াত, চাকুরী আর মাথা গোঁজার জায়গা নিয়ে উদ্বিগ্ন। জাফর সাহেবও অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে খুব সকালে বের হয়েও কর্মস্থলে পৌছতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। যানবাহনে প্রচন্ড ভীড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় গাড়ি আটকে থাকে। প্রতিদিনই রাস্তায় মানুষ আর গাড়ি সমানতালে বাড়ছে। গাড়ির উচ্চ হর্ণ, মাইকের আওয়াজ প্রায়শই জাফর সাহেবের মতো অনেককেই বিরক্ত করে। ইদানিং রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রে এসব সমস্যা নিয়ে প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে।

ক. নিরক্ষরতা কী? ১

খ. যৌতুক নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুমনা কোন ধরণের সামাজিক সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাফর সাহেব যে সব সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হন তার প্রতিকারে উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যবস্থাই কি একমাত্র সমাধান? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২. দৃশ্যকল্প ১:

শুভপুর একটি কৃষিনির্ভর জনপদ। এখানে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হলেও বাজারজাতকরণের সমস্যার কারণে কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পেত না। ফলে অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। পদ্মা সেতু চালু হলে এই গ্রামের মানুষের শহরে যাওয়া-আসা ও পন্য পরিবহন সহজ হয়। এতে মানুষের আয় উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবন যাপনে পরিবর্তন আসে।

দৃশ্যকল্প ২:

শিবপুর গ্রামে বসবাসরত অনেক পরিবারের সদস্য বিদেশে চাকরি করে। গ্রামটির ঘরে ঘরে মোবাইল আর ইন্টারনেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা প্রবাসী স্বজনদের সাথে কথা বলে। এর পাশাপশি তরুণ-তরুনীরা এখন বিদেশি পণ্য ও পোশাক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। গ্রামে এখন ফাষ্টফুড আর কোমল পানীয় বেশ জনপ্রিয়। স্মার্টফোন ব্যবহার করে কিছু মানুষ অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও স্মার্টফোন ব্যবহার করে তাদেরকে ধরতে সক্ষম হচ্ছে।

ক. শিল্পায়ন কী? ১

খ. বিপ্লবকে কেন সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শুভপুর গ্রামে সামজিক পরিবর্তনের কোন কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিবপুর গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে যে উপাদানটির ভূমিকা রয়েছে তা বিশ্বায়নের প্রতিচ্ছবি-বিশ্লেষণ কর। ৪

পরিশিষ্ট: 'ঠ'

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

বিষয় কোড : ১১৭

১. ফুলতলী গ্রামের পূর্ব পাড়ার লোকজন নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিপদে-আপদে তারা পরস্পরকে সাহায্য করেন। তারা সুখে-দুখে মিলেমিশে একসাথে থাকেন।এই গ্রামের রসুল মিয়া তার সন্তানদেরকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান, ছোটবেলা থেকেই বড়দেরকে সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখান। তিনি সন্তানদের নিয়ে গ্রামের মেলা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যান। তার সন্তানরা অনুষ্ঠানাদিতে বড়দের দেখলেই সালাম দেয়। গ্রামের সকলে তাদেরকে পছন্দ করে।

ক. সংঘ কাকে বলে? ১

খ. পরিবার কোন ধরণের দলের অন্তর্ভূক্ত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফুলতলী গ্রামের বর্ণনায় সমাজবিজ্ঞানের কোন মৌল প্রত্যয়কে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রসুল মিয়ার কর্মকান্ডে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বাহনগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে তার সাথে পরিবারের কার্যাবলীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১ক. সংঘ কাকে বলে?

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১ক.	১	জ্ঞান	১	সংঘের ধারনা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখতে পারলে ।

১ ক. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:

মানুষ যখন এক বা একাধিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয় তাকে সংঘ বলে।

১খ. পরিবার কোন ধরণের দলের অন্তর্ভূক্ত? ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১খ.	২	অনুধাবন	২	পরিবার একটি প্রাথমিক/অন্তর্দল এটার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে
		জ্ঞান	১	পরিবার একটি প্রাথমিক/ অন্তর্দল - এটা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

১ খ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:

পরিবার একটি প্রাথমিক দল। এ দলের প্রত্যেক সদস্য প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রাথমিক দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা ভাব' বিরাজমান এবং ঘনিষ্ঠ ও মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান।

অথবা পরিবার একটি অন্তর্দল কারণ পরিবারের সদস্যরা নিজেদেরকে একটি দলের সদস্য মনে করে এবং অন্যদের বহিরাগত মনে করে।

১গ. ফুলতলী গ্রামের বর্ণনায় সমাজবিজ্ঞানের কোন মৌল প্রত্যয়কে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১গ.	৩	প্রয়োগ	৩	সম্প্রদায় ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখলে।
		অনুধাবন	২	সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা লিখতে পারলে
		জ্ঞান	১	সম্প্রদায় উল্লেখ করে লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

১ গ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

ফুলতলী গ্রামের বর্ণনায় সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় সম্প্রদায়কে নির্দেশ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠী যারা একই ধরণের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সাধন বা স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা সচেষ্টা থাকে। এখানে দ্বন্দ্বের চেয়ে সহযোগিতাই বেশী কাজ করে। সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে অধিক সংহতিবোধ পরিলক্ষিত হয়। ফুলতলী গ্রামের জনগোষ্ঠী পেশার ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি জেলে সম্প্রদায়। এদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা ও সংহতিবোধ প্রবল। বিপদে-আপদে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে। তারা মিলেমিশে, সুখে, দুখে একসাথে থাকে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন বিষয়ে তারা একাত্মতাবোধ করে এবং সবাই সবাইকে সহযোগিতা করে। এজন্য বলা যায় ফুলতলী গ্রামের বর্ণনায় সম্প্রদায়কে নির্দেশ করা হয়েছে।

১ঘ. রসুল মিয়ার কর্মকান্ডে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বাহনগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে তার সাথে পরিবারের কার্যাবলীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১ঘ.	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে পরিবার, উৎসব বা অনুষ্ঠান এবং প্রথা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবারের কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করে লিখতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে পরিবার, উৎসব বা অনুষ্ঠান এবং প্রথা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখতে পারলে
		অনুধাবন	২	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে পরিবার, উৎসব বা অনুষ্ঠান এবং প্রথা ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে ।
		জ্ঞান	১	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে পরিবার, , উৎসব বা অনুষ্ঠান এবং প্রথা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

১ ঘ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে ফুলতলী গ্রামের রসুল মিয়ার সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তিনটি বাহন- পরিবার, প্রথা, উৎসব বা আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিবার শিশুর সকল শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি। আদর্শ, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ শেখানোর মাধ্যমে পরিবার শিশুকে সামাজিক মানুষে পরিনত করে। প্রথা মানুষকে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখায়। উৎসব বা অনুষ্ঠান বিভিন্ন রীতি-নীতির ভিত্তিতে পালিত হয়; ফলে ঐসব রীতিনীতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়

যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে। রসুল মিয়ার সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরিবার নামক বাহনের কাজ। তাঁর সন্তানরা অন্যকে সম্মান দেখানোর ক্ষেত্রে তাদের উপর প্রথার প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর সন্তানদের উৎসবে অংশগ্রহণের মধ্যে উৎসব বা অনুষ্ঠান নামক বাহনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদ্দীপকে রসুল মিয়ার কর্মকান্ডে পরিবারের ৩ ধরণের কার্যাবলী প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন-সন্তানদের স্কুলে পাঠানো শিক্ষামূলক কাজ, বড়দের সম্মান করা সামাজিকীকরণ এবং গ্রামের উৎসবে নিয়ে যাওয়া চিত্তবিনোদনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ পরিবারের উপরোক্ত কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

২. প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে ফরিদ মিয়া শহরে এসে একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। নিজেদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে স্বামী স্ত্রী দু'জন মিলে ছোট ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসার প্রসার হলে তারা একটি বড় বাসা ভাড়া নেন এবং সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেন। ফরিদ মিয়ার গ্রামের এক বড় ভাই শরীফ সাহেব ও তার সহপাঠী মন্টু সাহেব একই সাথে অবসরে যান। পরবর্তীতে দু'জনে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। শরীফ সাহেব উচ্চ বেতনে চাকরি পেলেও মন্টু সাহেবকে সরকারি পেনশনের উপর নির্ভর করে চলতে হয়।

ক. দাসপ্রথা কী? ১

খ. কীসের ভিত্তিতে সমাজে নারী শ্রমিককে নিম্ন মজুরী প্রদান করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ফরিদ মিয়ার অবস্থান সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব শরীফ ও জনাব মন্টুর সামাজিক অবস্থান ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২ক. দাসপ্রথা কী?

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২ক.	১	জ্ঞান	১	দাসপ্রথার ধারনা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে ।

২ ক. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

দাসপ্রথা এমন একটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরণ যেখানে সমাজের আইন ও প্রথা একজন মানুষকে অন্যের সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিত।

২খ. কীসের ভিত্তিতে সমাজে নারী শ্রমিককে নিম্ন মজুরী প্রদান করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২খ.	২	অনুধাবন	২	জেন্ডার বৈষম্যের ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	জেন্ডার বৈষম্য লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২ খ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

জেন্ডার বৈষম্যের ভিত্তিতে নারী শ্রমিককে কম মজুরী দেয়া হয়। নারী ও পুরুষের সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকাকে জেন্ডার বলা হয়। এই ধারণা অনুসারে মনে করা হয় নারী পুরুষ অপেক্ষা কম শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং তারা পুরুষ অপেক্ষা কম কাজ করে। ফলে জেন্ডার ধারণার বশবর্তী হয়ে নারী শ্রমিকদের কম মজুরী দেয়া হয়।

২গ. উদ্দীপকে ফরিদ মিয়ার অবস্থান সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২গ.	৩	প্রয়োগ	৩	সামাজিক শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করে সামাজিক শ্রেণির ধারনাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখলে।
		অনুধাবন	২	সামাজিক শ্রেণির ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	সামাজিক শ্রেণি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২ গ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে ফরিদ মিয়ার অবস্থান সামাজিক স্তরবিন্যাসের সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ঐতিহাসিক ধরনের মধ্যে একটি সামাজিক শ্রেণি যা আধুনিক সমাজে দেখা যায়। একই আয় ও সমজাতীয় জীবন যাত্রার অধিকারী জনগোষ্ঠীকে শ্রেণি বলা হয়। শ্রেণিতে ব্যক্তির পদমর্যাদা অর্জিত। ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় পদমর্যাদার পরিবর্তন করতে পারেন। উদ্দীপকে ফরিদ মিয়া ও তার স্ত্রী নিজ চেষ্টায় উপার্জন বৃদ্ধি করে উন্নত বাসস্থান ও সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিজেদের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার পরিবর্তন করতে পেরেছেন। তাই বলা যায় ফরিদ মিয়া সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত।

২ঘ. জনাব শরীফ ও জনাব মন্টুর সামাজিক অবস্থান ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২ঘ.	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোকে দু'জনের বর্তমান অবস্থান তুলনা করে লিখতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	দু'জনের পুর্ববর্তী সামাজিক অবস্থানে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখতে পারলে ।
		অনুধাবন	২	মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে ।
		জ্ঞান	১	দু'জনের পুর্ববর্তী সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণি লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২ ঘ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে জনাব শরীফ ও তাঁর সহপাঠী মন্টু সাহেব উভয়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা সাধারণত সরকারি, বেসরকারী চাকরীজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। উদ্দীপকে জনাব শরীফ ও তার সহপাঠী জনাব মন্টু সরকারি চাকুরী করতেন। অবসরের পর দুজনেই একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরির আবেদন করলে জনাব শরিফ সেখানে উচ্চ বেতনে চাকুরী পান কিন্তু জনাব মন্টু পান না। জনাব মন্টু শুধুমাত্র সরকারি পেনশনের টাকায় জীবনধারণ করেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজে অধিকতর যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিবর্গের জন্য অধিক পুরস্কার তথা সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্চনীয় ও যৌক্তিক। উদ্দীপকের জনাব শরীফ অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ বলেই তিনি উচ্চ বেতনের চাকুরী পেয়েছেন। অন্যদিকে তার সহপাঠিকে যোগ্যতার ঘাটতি থাকার কারণেই সামান্য পেনশনের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর
বিষয়: সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র
বিষয় কোড : ১১৮

১. সুমনা গ্রাম থেকে শহরে এসে গার্মেন্টেসে চাকুরী নেন। প্রতিদিন তাকে পাবলিক বাসে চেপে কারখানায় যেতে হয়। মাঝে মাঝে বাসে তিনি শারিরীক ও মানসিক হেনস্তার শিকার হন। আবার বাসায় ফিরতে কখনও দেরি হলে বাড়িওয়ালা বাসা ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। অনেক চেষ্টা করেও সে সুবিধামত বাসা পাচ্ছেন না। এজন্য সুমনা তার যাতায়াত, চাকুরী আর মাথা গোঁজার জায়গা নিয়ে উদ্বিগ্ন। জাফর সাহেবও অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে খুব সকালে বের হয়েও কর্মস্থলে পৌছতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। যানবাহনে প্রচন্ড ভীড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় গাড়ি আটকে থাকে। প্রতিদিনই রাস্তায় মানুষ আর গাড়ি সমানতালে বাড়ছে। গাড়ির উচ্চ হর্ণ, মাইকের আওয়াজ প্রায়শই জাফর সাহেবের মতো অনেককেই বিরক্ত করে। ইদানিং রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রে এসব সমস্যা নিয়ে প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে।

ক. নিরক্ষরতা কী? ১
খ. যৌতুক নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ-ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুমনা কোন ধরণের সামাজিক সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাফর সাহেব যে সব সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হন তার প্রতিকারে উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যবস্থাই কি একমাত্র সমাধান? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১ক. নিরক্ষরতা কী?

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১ক.	১	জ্ঞান	১	নিরক্ষরতার ধারনা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে ।

১ ক. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:
নিরক্ষরতা একটি সামাজিক সমস্যা। নিরক্ষরতা বলতে অক্ষর জ্ঞানহীনতাকে বুঝায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে বা দৈনন্দিন হিসাব করতে না পারাকে নিরক্ষরতা বলা হয়।

১খ. যৌতুক নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ-ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১খ.	২	অনুধাবন	২	যৌতুক প্রথার ধারণা লিখে নারী নির্যাতনের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	যৌতুক প্রথার ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

১খ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:

নারীর সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান সমস্যা হচ্ছে যৌতুক। বিবাহে কনে পক্ষ বর পক্ষকে বাধ্যতামূলক ভাবে যে নগদ অর্থ বা পণ্য প্রদান করা হয় তাকে যৌতুক বলে। সাধারণত স্বর্ণ, আসবাবপত্র, দামী জিনিসপত্র যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। যৌতুক না পেলে বর বা বরপক্ষের লোকজন কন্যাকে মানসিক বা শারিরীকভাবে নির্যাতন করে। এতে অনেক মেয়ে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়। যৌতুকের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। তাই যৌতুক নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ।

১ গ. সুমনা কোন ধরণের সামাজিক সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১গ.	৩	প্রয়োগ	৩	কর্মজীবি নারীর নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যার ধারনাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখলে।
		অনুধাবন	২	কর্মজীবি নারীর নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	কর্মজীবি নারীর নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

১ গ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:
সুমনার ক্ষেত্রে কর্মজীবি নারীর নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এটি একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। সমাজে নারীরা নানারকম সমস্যার সম্মূখীন হন। নারীর কর্মস্থল, গৃহ বা যাতায়াতে শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাবই নারীর নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকে সুমনা একজন কর্মজীবি মহিলা। তিনি যাতায়াতের সময় গণপরিবহনে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার শিকার হন। আবার বাসায় ফিরতে রাত হওয়ায় বাড়ির মালিকের হুমকির সম্মূখীন হন।এগুলো সবই নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যা। এজন্য বলা যায় সুমনা কর্মজীবি নারীর নিরাপত্তাজনিত সামাজিক সমস্যার শিকার।

১ঘ. জাফর সাহেব যে সব সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হন তার প্রতিকারে উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যবস্থাই কি একমাত্র সমাধান? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
১ঘ.	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	জনসংখ্যা সমস্যা ও শব্দ দূষণ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিকার হিসেবে গণমাধ্যমের ভূমিকা যথাযথ কি না তা যুক্তিসহ লিখতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	জনসংখ্যা সমস্যা ও শব্দ দূষণ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখতে পারলে।
		অনুধাবন	২	জনসংখ্যা সমস্যা ও শব্দ দূষণ ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	জনসংখ্যা সমস্যা ও শব্দ দূষণ লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

১ ঘ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে জনসংখ্যা সমস্যা ও শব্দ দূষণজনিত সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। মানুষের সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মাত্রার বেশি শব্দ হলে মানুষের শারিরীক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিকে শব্দদূষণ বলা হয়। জাফর সাহেবের অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে খুব সকালে বের হয়েও কর্মস্থলে পৌছতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তাঁর শহরে রাস্তাঘাটের অনুপাতে মানুষ ও যানবাহনের সংখ্যা বেশি হওয়ায় রাস্তায় প্রতিদিনই যানজট লেগে থাকে যা জনসংখ্যা সমস্যার একটি ফল। এছাড়া যাতায়াতের রাস্তায় গাড়ীর হর্ণ, মাইকের উচ্চ আওয়াজ শব্দ দুষণ নির্দেশ করে। উদ্দীপকে রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে বলা হয়েছে। এটা সমস্যা সমাধানে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে নির্দেশ করছে। গনমাধ্যমসমূহে কার্যকরভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শব্দদূষণ সম্পর্কে প্রচারণা চালালে সমস্যাগুলো সম্পর্কে সমাজের জনগোষ্ঠী সচেতন হয়ে সে মোতাবেক আচরণ করবে। গনমাধ্যমের প্রভাবেই অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও শব্দদূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

২. দৃশ্যকল্প ১:

শুভপুর একটি কৃষিনির্ভর জনপদ। এখানে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হলেও বাজারজাতকরণের সমস্যার কারণে কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পেতেন না। ফলে অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। পদ্মা সেতু চালু হলে এই গ্রামের মানুষের শহরে যাওয়া-আসা ও পন্য পরিবহন সহজ হয়। এত মানুষের আয় উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবন যাপনে পরিবর্তন আসে।

দৃশ্যকল্প ২:

শিবপুর গ্রামে বসবাসরত অনেক পরিবারের সদস্য বিদেশে বাস করে। গ্রামটির ঘরে ঘরে মোবাইল আর ইন্টারনেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা প্রবাসী স্বজনদের সাথে কথা বলে। এর পাশাপশি যুবক যুবতীরা এখন বিদেশি পণ্য, পোশাক ব্যবহার করে। গ্রামে এখন ফাষ্টফুড আর কোমল পানীয় বেশ জনপ্রিয়। স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে কিছু মানুষ অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে তাদেরকে ধরতে সক্ষম হচ্ছে।

ক.	শিল্পায়ন কী?	১
খ.	বিপ্লবকে কেন সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা কর।	২
গ.	শুভপুর গ্রামের সামজিক পরিবর্তনে কোন কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর	৩
ঘ.	শিবপুর গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে যে উপাদানটির ভূমিকা রয়েছে তা বিশ্বায়নের প্রতিচ্ছবি-বিশ্লেষণ কর।	৪

২ক. শিল্পায়ন কী?

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২ক.	১	জ্ঞান	১	শিল্পায়নের ধারনা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২ক. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে শিল্পায়ন বলে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কৃষিজাত পণ্যের রূপান্তর ঘটিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে অকৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়।

২খ. বিপ্লবকে কেন সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২খ.	২	অনুধাবন	২	বিপ্লব সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন/ রূপান্তর কীভাবে করে তার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	বিপ্লব সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন/ রূপান্তর লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২ খ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:

বিপ্লব হলো দ্রুত এবং আমূল পরিবর্তন। কোন সমাজের বিদ্যমান রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তনই হলো বিপ্লব। সাধারণত এটি প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ব্যাপক গণসংহতি ও সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বের পুরো কাঠামো পরিবর্তন হয়ে নতুন কাঠামো তৈরি হয়। তাই বিপ্লবকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

২ গ. শুভপুর গ্রামে সামজিক পরিবর্তনের কোন কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২গ.	৩	প্রয়োগ	৩	যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে ধারণাটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখলে।
		অনুধাবন	২	যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ -এটা ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২গ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর:

শুভপুর গ্রামে সামজিক পরিবর্তনে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ভুমিকা নির্দেশ করছে। এটি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বলতে নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি যার মাধ্যমে যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার এক স্থান হতে অন্য স্থানে মানুষ ও পণ্যদ্রব্যের সচলতা বৃদ্ধি পেলে তাকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বলে। কোন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর যেমন বাড়ে, তেমনই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। এতে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। উদ্দীপকে শুভপুর গ্রামে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হলেও বাজারজাতকরণের সমস্যার কারণে কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পেত না ফলে অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। পদ্মা সেতু চালু হলে এই গ্রামের মানুষের শহরে যাওয়া -আসা ও পন্য পরিবহন সহজ হয়। এতে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হয় এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ে। মানুষের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবন যাপনে পরিবর্তন আসে।

২ঘ. শিবপুর গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে যে উপাদানটির ভূমিকা রয়েছে তা বিশ্বায়নের প্রতিচ্ছবি-বিশ্লেষণ কর।

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/ রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
২ঘ.	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	তথ্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ এটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বিশ্বায়নের আলোকে বিশ্লেষণ করে লিখতে পারলে ।
		প্রয়োগ	৩	তথ্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ এটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে লিখতে পারলে।
		অনুধাবন	২	তথ্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ-এটি ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে।
		জ্ঞান	১	তথ্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল উত্তর লিখলে।

২ঘ. নং প্রশ্নের নমুনা উত্তরঃ

উদ্দীপকে শিবপুর গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য প্রযুক্তিগত কারণকে নির্দেশ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে সেইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় আর এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন হয়। টেলিফোন, মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির বদৌলতে মানুষের জীবন ও সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়। ফ্রিল্যান্সিং এর মতো নতুন নতুন পেশা তৈরি হয়ে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। উদ্দীপকে শিবপুর গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে মোবাইল, আর ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা নিজেদের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটানো, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও প্রবাসী স্বজনদের সাথে কথা-বার্তা বলে থাকে। এমনকি অপরাধমুলক কার্যক্রমেও যুক্ত হয়ে দেশীয় ও বৈশ্বিক বিশৃংখলা করে থাকে। শিবপুর গ্রামবাসীরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায় বিদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে, গ্রামের মানুষ বিদেশি খাবারে ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। যেগুলো বিশ্বায়নের অন্যতম অনুষঙ্গ। যার ফলে কর্মসংস্থান বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত হয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে তথ্য প্রযুক্তির সম্পর্ক গভীর। কেননা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ সহজেই বিশ্বের নানান দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলে। এ জন্যই শিবপুর গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য প্রযুক্তিগত কারণটি বিশ্বায়নের প্রভাবেরই প্রতিচ্ছবি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- ছকে প্রদর্শিত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এ ছক থেকে পরীক্ষকবৃন্দ পূর্ণ/আংশিক নম্বর প্রদানের দিক নির্দেশনা পাবেন। এটি শিক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয়।

পরিশিষ্ট: 'ড' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং **শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯**—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

সৃজনশীল

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

(ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

(২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

(৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

মু, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

সৃজনশীল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০০৮

নং- শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/ ২০০৪/৬৯৪--সংস্কারকৃত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শা:১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা হলো:

১) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি- ''সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি'' হিসেবে বিবেচিত হবে।

২) ২০১০ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বাংলা ১ম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩) ২০১১ সাল হতে পূর্ণাঙ্গভাবে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৪) চলতি বছর ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকেই ৮ম শ্রেণীতে ন্যূনতম পরিসরে হলেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করতে হবে। সংশিণ্টষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৫) ২০০৯ সাল হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে।

৬) সমতার স্বার্থে এসএসসি'র সমপর্যায়ে মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ২০১১ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের মাদ্‌রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৭) এসএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষা এবং একইভাবে সমমানের মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সংশি- ষ্ট পাবলিক পরীক্ষাতেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মন্ত্রণালয়ের কলেজ এবং মাদ্‌রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৮) সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসইএসডিপি প্রকল্প থেকে প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে স্থাপিত Bangladesh Examinations Development Unit (BEDU) কে আরও কার্যকর **ভূমিকা** পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্ড়ু সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

১১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেণার জন্য এনসিটিবি এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে একটি সেল গঠন করবে। এ সেল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আহ্বান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যতিত ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বিধৃত অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংশিণ্টষ্ট অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডোরী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসহ সংশিণ্টষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন করবে।

৩। এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ জুলাই, ২০০৭ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৭/১৩১৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

বাবলু কুমার সাহা
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা-১১)

নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪(অংশ)/৭০৯ তারিখঃ ১ জুলাই, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক বা সমমানের স্তরে বিদ্যমান প্রশ্ন পদ্ধতির স্থলে 'সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিপূর্বেকার নির্ধারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি পর্যালোচনা করে সরকার উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সংশোধিত সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছে:

(ক) পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;

(খ) ২০১১ সালে উপরি-উক্ত বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়সহ সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন শাখায় (মানবিক,বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে,যথা:-

শাখা	বিষয়	
মানবিক শাখা	ভূগোল	সাধারণ বিজ্ঞান
বাণিজ্য শাখা	ব্যবসায় পরিচিতি	সাধারণ বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শাখা	রসায়ন বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান

;

(গ) ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ,৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি বহাল থাকবে।

২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল স্তরে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩। সকল শিক্ষা ধারায় (সাধারণ,মাদরাসা ও কারিগরি) মাধ্যমিক বা সমমান স্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

F:\My Doc File\Nitiwal & Others\Proggapon.doc.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০

তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১১ সালে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭টি বিষয় যথা ঃ (১) বাংলা ১ম পত্র (২) ধর্ম (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) সামাজিক বিজ্ঞান (৫) ভূগোল (৬) রসায়ন ও (৭) ব্যবসায় পরিচিতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল পরীক্ষায় (১) বাংলা ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ)/৭০৯ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

২। ২০১২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নোল্লিখিত অতিরিক্ত আরও ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়সমূহ যথা ঃ (১) পদার্থ বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) পৌরনীতি (৬) হিসাব বিজ্ঞান (৭) ব্যবসায় উদ্যোগ (৮) বাণিজ্যিক ভূগোল (৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১০) কৃষি শিক্ষা ও (১১) কম্পিউটার শিক্ষা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় (১) রসায়ন (২) সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) কোরআন মাজিদ বিষয়সমূহের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে।

৪। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় আসবে না।

৫। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ২২/০৩/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০/১(১৪)

তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

(১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(২) প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(৪) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
(৬) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৭) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
(৮) ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
(৯) অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
(১০) ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক, বাংলা, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (গাজী ভবন, ৬ সি, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা)।
(১১) প্রফেসর হাসপিয়া বশির উল্লাহ, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(১২) জনাব রবিউল কবীর চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৩) গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, পরামর্শক (কারিকুলাম), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

২২/৩/২০১০
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

সৃজনশীল প্রশ্ন

F:\My Doc Files\Manual & Circular\Progyapon.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। **প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ**

সৃজনশীল প্রশ্ন	৬০
বহু নির্বাচনী প্রশ্ন	৪০
মোট	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে ইহা জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ০৭/০৬/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৮। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

9/6/2010
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুনগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় (১) বাংলা প্রথমপত্র ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিম পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়টি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৬/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
☎ ৭১৬৪৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৭

তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৬০	৪০	-	১০০
রসায়ন	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৭/১(১২০৭)

তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(নুসেরী জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	৬০	৪০		১০০
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ	৬০	৪০		১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৬/০২/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৮-০২-১২
(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুণগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় (১) কম্পিউটার শিক্ষা, (২) পদার্থ বিজ্ঞান ও (৩) জীব বিজ্ঞান বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি, ২০১৫ সালের এসএসসি/দাখিল এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। **প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :**

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর	বাস্তবায়নকাল
১.	জেএসসি/জেডিসি	গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৪
২.	এসএসসি/দাখিল	গণিত ও উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৫
৩.	এইচএসসি/আলিম	উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৭

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/=
তারিখ: ১৯/০৯/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বালাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(এ জেড এম নূরুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইলঃ sas_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা-২০১৬ এবং দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৭ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২। পরীক্ষার নাম, বাস্তবায়নকাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নম্বর বিভাজন :

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
দাখিল	২০১৬	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	পূর্ণনম্বর : ১০০		১০০	নাই	৪০	৬০
এইচএসসি	২০১৬	২. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৩. যুক্তিবিদ্যা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		৫. ফিন্যান্স ব্যাঙ্কিং ও বীমা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP). Sec-11 MoE\Proggapn doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৬	৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৭. ভূগোল	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
আলিম	২০১৬	৮. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৯. পদার্থবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khandoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP), Sec-11, Mol:\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
আলিম	২০১৬	১১. পৌরনীতি ও সুশাসন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
দাখিল	২০১৭	১৩. কৃষি শিক্ষা	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৪. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ৫০		-	২৫	২৫	-
এইচএসসি	২০১৭	১৬. কৃষি শিক্ষা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৭. পরিসংখ্যান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৮. মনোবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	১৯. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২০. শিশুর বিকাশ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২১. খাদ্য ও পুষ্টি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২২. গৃহব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২৩. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছেদ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP). Sec-11. Mof\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	২৪. ইসলাম শিক্ষা	পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৪.২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ : ১৯.১১.২০১৪
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৬। যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) [তাঁর অধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)]।
৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP). Sec-11. MoE\Proggapn.doc

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৯.১১.১৪

(কাউসার নাসরীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইল : sas_sec2@moedu.gov.bd

নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৬.০০৭.২০১৬ -১২৪

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে প্রধান পরীক্ষককে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০০ প্রধান পরীক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকদের সহায়তায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধান করে পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

১.০ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি এবং উত্তরপত্র বাছাই

১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-চ অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। কোন কারণে প্রশ্নপত্র প্রণেতাগণ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করে না থাকলে যেদিন যে বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানাবেন। উক্ত ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকের মধ্য থেকে ৩ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics/Marking Scheme) ও নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করবেন এবং অপর ৩ জন Script Room থেকে তিন ধরনের (উত্তম, মধ্যম এবং দুর্বল মানের) উত্তরপত্র বাছাই করবেন। এ কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট থেকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর এবং বাছাইকৃত তিন ধরনের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনই বুঝে নেবেন।

১.৩ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ মোট ২০ জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের উপর প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে শুধু প্রধান পরীক্ষকগণই আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের কম প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকসহ ২০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

১.৪ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিটি উত্তরপত্রের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

১.৫ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রতিটি নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরেরও ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

২.০ নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) কর্মশালা

২.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষককে নিয়ে দিনব্যাপী নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনা করবেন। এ কর্মশালাসমূহ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

২.২ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় পূর্বে প্রণীত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরিমার্জন/পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হবে এবং উপস্থিত পরীক্ষকগণের মধ্যে নম্বর প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর বুঝে নেবেন।

২.৩ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে বুঝে নেয়া চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী ফটোকপি করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক এর সংখ্যা যদি ১০০ জন হয় তবে ১০০ কপি চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও উত্তরপত্র ফটোকপি করতে হবে।

চলমান পাতা/-২